

যুগ্ম

তারিখ

পৃষ্ঠা

কলাম

অধ্যাপক মুহুরী হত্যা মামলার তদন্তভার এখন ডিবিতে : খুনিরা ধরা পড়েনি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

নাজিরহাট কলেজের অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর চাকর্যাকর হত্যাকাণ্ডের মামলার তদন্তভার চট্টগ্রাম মহানগর মেয়রেন্দ্রা পুলিশের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের চার মাস পর গতকাল তদন্তভার মামলাটি কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছ থেকে ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়। বরাটমন্ত্রী হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েও পুলিশ এ পর্যন্ত মূল কিলারদের

কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

গত ১৬ নভেম্বর সকাল ৭টায় অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে জামালখানের নিজ বাসভবনে মুহুরী হত্যা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

কালিয়াকৈরে ধর্ষক গ্রেফতার
কালিয়াকৈরে প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে শিও ধর্ষক আবুলকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল গ্রেফতার : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

মুহুরী হত্যা : ডিবি

ভরসাধী ক্যাডাররা গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার পর পুলিশ অবশ্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই কলেজের তিন শিক্ষক মোঃ জহিরুল হক, ডাফতুল আহমদ, ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী এবং শিবির ক্যাডার ছোট নাছিরকে গ্রেফতার করে।

এসিকে গতকাল বিকাল ৪টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্ররা এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিন শিক্ষকের মুক্তির দাবি করেছেন। তিন শিক্ষকের পরিবারের পক্ষ থেকে মারুফ আহমেদ সূত্রণ লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে দাবি করেছেন, মূল হত্যাকারীদের আড়াল করার জন্য একটি বিশেষ মহল এ মামলায় অন্যায়ভাবে শিক্ষকদের জড়িয়েছে।

পুলিশ জানায়, চাকর্যাকর এই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা হচ্ছে নাজিরহাট কলেজের হিসাবরক্ষক শাহজাহান। শিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার হুমায়ুন (সম্প্রতি নিহত) ও ইদ্রাকুবার নেতৃত্বে সুপরিচিতিভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এদের সঙ্গে যোগ দেয় কিশিং স্কোয়াডের মফু, হাসান ও ছোট নাছির। চাকর্যাকর এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার ওসি রুহুল আমিন সিন্ধীরা অবশ্য বলছেন, শাহজাহানসহ মূল কিলাররা গা ঢাকা দেয়ার তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তবে মামলা তদন্তে বেশ অগ্রগতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

অপর একটি সূত্র অবশ্য বলছে, গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যার সঙ্গে জড়িতরা এখন প্রকাশ্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হত্যার কাছে পেয়েও পুলিশ তাদের ধরছে না। মূলত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকায় মফু-হাসানের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে বলে তারা জানান।